নগর সংবাদ

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
এলজিইডির একটি
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ১০ : সংখ্যা ৩৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪

www.lged.gov.bd

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- স্বনির্ভরতার পথে চাঁদপুর পৌরসভা
- ঢাকা মহানগরীতে এলজিইডির একটি বৃহত্তম অবকাঠামো- মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার
- ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন
- "মহাপরিকল্পনাসমূহের যথাযথ ও সার্থক বাস্তবায়নে শুরু হচ্ছে সকল মহাপরিকল্পনা বাংলায় ভাষান্তরের কাজ"
- ইউজিআইআইপি-২ এর সুফল পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন শীর্ষক কর্মশালা সম্পন্ন
- নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় ই-জিপি প্রশিক্ষণ শুরু
- সিআরডিপি'র আওতায় নগর কেন্দ্রের ড্রাফট কনসেপ্ট প্ল্যান এর ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
- সিআরডিপি'র আয়োজনে সেফগার্ডস এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
- নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় রংপুর জেলায় ইউজিআইএপি ফেজ-১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবহিত করণ সভা অনুষ্ঠিত
- খাগড়াছড়ি, এক পরিচ্ছন্ন শহর
- কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে মেয়র কাপ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টের আয়োজন
- বাংলাদেশে বড় শহরগুলোয় নগরকেন্দ্রিকতার চাপ কমাতে বসবাসযোগ্য জেলা শহর উন্নয়ন প্রয়োজন - চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর
- নগর সেক্টরের আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহের পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ জাতীয় শোক দিবস ২০১৪ পালন উপলক্ষে এলজিইডি আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী শেষে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি। বিশেষ অতিথি জনাব মনজুর হোসেন, সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সভাপতি জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে এক ফটো সেশনে অংশ নেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস ২০১৪ পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৪ উপলক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে। এ উপলক্ষে এলজিইডি সদর দপ্তরে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, এমপি, সকালে এলজিইডি সদর দপ্তরে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু করেন। এসময়ে প্রধান প্রকৌশলীসহ এলজিইডির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রজন্মের মধ্যে জাতির জনকের চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে এমন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রধান প্রকৌশলীকে ধন্যবাদ জানান।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন, মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে জাতির জনকের আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আজকের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণে আমাদের কাজ করতে হবে। আজকের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেও তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। প্রসংগক্রমে বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে উঠেছে। এখন বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই প্রজন্মকে গড়তে হবে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

পরবর্তী পৃষ্ঠা ২

সম্পাদকীয়

সমতা ভিত্তিক নগর ও সামাজিক সম্প্রীতি আনয়নে এলজিইডি'র নগর সেক্টর

নগরায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে নগর একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। দেশে ৩৩৫টি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার ভৌগলিক আয়তন প্রায় ৮ শতাংশ এবং দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ লোক নগর ও শহরে বাস করে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পিত নগরায়নের ক্ষেত্রে নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। নগরায়নের কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও দেশের মোট প্রবৃদ্ধির প্রায় ৬০ শতাংশ নগর এলাকা থেকে উৎপন্ন হয়।

বর্তমান বৎসরে বিশ্ব নগর ও পরিকল্পনা দিবসের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সমতা ভিত্তিক নগর ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নগরে বসবাসরত সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার'। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যার পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নসহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে অবকাঠামো উন্নয়নসহ পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ ও দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে চলমান আছে। ১৯৮৫ সালে ৫টি পৌরসভা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিসেফ এর সহায়তায় ''বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প'' (এসআইপি) গ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি নগর সেক্টরের যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩৭ টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়, যার মধ্য ১২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও ২৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প, যার সর্বমোট প্রকল্প মূল্য ৩৬৫৯.৬৫ কোটি টাকা। বর্তমানে চলমান প্রকল্প সংখ্যা ২০টি যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬১২৫.৩৬ কোটি টাকা এবং বর্তমান ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ১৬০৮.৬১ কোটি টাকা। সময়ের ধারাবাহিকতায় নগর সেক্টরে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ নগরবাসির প্রয়োজন বিবেচনায় বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে।

এলজিইডি এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে উল্লেখযোগ্য যে সকল অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় তা হল- রাস্তা ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ এবং উন্নয়ন, নদী/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ ল্যাট্রিননির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বাস টার্মিনাল নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, কাঁচাবাজার নির্মাণ, পার্ক/বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ, কবর স্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন, ফ্লাইওভার নির্মাণ, স্ট্রিটলাইট, বোট ল্যান্ডিং স্টেজ নির্মাণ, নর্দমা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জমি পুনঃউদ্ধার ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র বিবেচনায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নগর স্থানীয় সরকারের পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ করা হয়। পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণে যে সকল ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হল, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, নগর পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ, নগর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গভর্ন্যান্স।

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতোপূর্বে ১৮৩ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমান অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রকল্পের আওতায় গঠিত মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ)'র মাধ্যমে দেশের সকল নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ যথাক্রমে কম্পিউটারাইজেশন, পরিকল্পিত নগরায়নে সহায়তা, কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও আইটি সাপোর্ট ইত্যাদি।

পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য ইতোমধ্যে ২৪২ টি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং অবশিষ্ট পৌরসভাসমূহের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। নগর সেক্টরে চলমান কার্যক্রমে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ ও দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রমে পরিকল্পিত নগরায়ন, জনগণের সম্পৃক্ততা, নারীর অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সরকারি নীতি ও বিধি অনুসরণে কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সুশাসন আনায়নের বিভিন্ন উপাংশে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলজিইডি এর মাধ্যমে নগর সেক্টরে পরিচালিত কার্যক্রম সকল স্টেক হোল্ডারদের মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের সফল প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে দেশের নগর ও শহরে সমতা ভিত্তিক নগর গঠন ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ■

জাতীয় শোক দিবস ২০১৪ পালন

১ম পৃষ্ঠা পর

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, ইতিহাসের এই মহানায়কের শোকাবহ মৃত্যুকে বাঙালি জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও এই ভূখন্ডের স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা অর্জন ও পরবর্তীতে সদ্যস্বাধীন এক যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সংগ্রাম আর ত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত আমাদের মাঝে রেখে গেছেন, তা যে কাউকে মহৎ হতে অনুপ্রাণিত করে। আজকের প্রজন্মকে বেশি বেশি করে জানতে হবে বঙ্গবন্ধুকে, তবেই জানা যাবে বাংলাদেশকে । তিনি আরও বলেন, কালের এ মহানায়ক ও তার পরিবারকে যারা রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তারা মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে চেয়েছে। সুতরাং আজকের প্রজন্মকে জানতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এখনও ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে চায়। সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদকে মদদ দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আজকে আমাদের সচেতনভাবে ঐসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিতে হবে।

আলোচনাসভা শেষে প্রধান অতিথি চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এসময়ে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে গত ১৫ আগস্ট জাতির জনকের ৩৯ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের প্রত্যুষে প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ■

ঢাকা মহানগরীতে এলজিইডির একটি বৃহত্তম অবকাঠামো- মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার

ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা। নগরীর বর্তমান সড়ক ব্যবস্থায় যানজট নিত্যদিনের চিত্র। মগবাজার ও মালিবাগ রেলক্রসিং এর জন্য দিনের অধিকাংশ সময় উক্ত দু'স্থানে যানবাহন স্থবির হয়ে পড়ে। দেখা দেয় তীব্র যানজট এসকল এলাকায়। এমন কি এই যানজটের প্রভাব নগরীর অন্যান্য সড়কেও পড়ে। ঢাকা মহানগরীর চিরচেনা এ সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত হচ্ছে মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার। এটি এলজিইডির একটি বৃহত্তম অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, যা ঢাকা নগরীর বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারটি তেজগাঁও সাতরাস্তার মোড়, এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, বাংলামটর, মৌচাক, মালিবাগ হয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং রামপুরা থেকে মৌচাক মোড়, মালিবাগ মোড় হয়ে শান্তিনগর পর্যন্ত ৮.২৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩ (তিন) টি প্যাকেজে ফ্লাইওভারের কাজের ২(দুই)টির অধিকাংশ পাইল, ফাউন্ডেশন পায়ার ও পায়ার ক্যাপ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ফ্লাইওভারের সুপার স্ট্রাকচার এর কাজ শুরু হয়েছে। বক্স গার্ডার- এর সেগমেন্ট ঢালাই কাজও শুরু হয়েছে। শীঘ্রই বক্স গার্ডার -এ ইরেকশন শুরু হবে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। তবে স্ট্যাক ইয়ার্ড প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়া এবং মহানগরীর বিভিন্ন সেবা সংস্থার ইউটিলিটি লাইন ও স্থাপনা থাকায় সকল সেবা সংস্থার সাথে সমন্বয় ও পুনঃডিজাইন করে বাস্তবায়নে সাময়িক বিলম্ব হলেও আগামী ডিসেম্বর ২০১৫'র মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ■

প্রতিদিন সকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে চাঁদপুর পৌরসভার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড শুরু হয় যেখানে মেয়র, কাউন্সিলরসহ কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

স্বনির্ভরতার পথে চাঁদপুর পৌরসভা

১৮৯৬ সালের অক্টোবরে 'গ' শ্রেণিভুক্ত পৌরসভা হিসেবে চাঁদপুর পৌরসভার যাত্রা শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে এলাকাটি বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও চাঁদপুর পৌরবাসী নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বরাবরই ছিলো পিছিয়ে। ২০০৮ সালে পৌরসভার মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন জনাব নাছির উদ্দিন। পৌরবাসীকে কাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দময় নগর জীবন উপহার দেয়ার প্রত্যয়ে তিনি পারিষদবর্গকে নিয়ে প্রণয়ন করেন নতুন নগর পরিকল্পনা এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেন, যার ফলশ্রুতিতে চাঁদপুর পৌর এলাকার চালচিত্র দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। বিগত ৬ বছরে চাঁদপুর পৌরসভা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। এক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে অফিসের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড শুরু হয় যেখানে মেয়র, কাউন্সিলরসহ পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

জনসাধারণের তথ্যসেবা পাওয়ার সুবিধার্থে পৌরভবনের সামনে বিশাল আকারে সিটিজেন চার্টার এবং পৌরসভার অভ্যন্তরে তথ্য ও অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রয়েছে চাঁদপুর পৌরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইট।

বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌরসেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে পৌরভবনে একটি স্বতন্ত্র কম্পিউটার কক্ষ করা হয়েছে, যেখানে স্থাপন করা হয়েছে একটি উন্নতমানের সার্ভার। পৌরসভার সকল শাখা প্রধানকে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণের কাজটিও এখানে কম্পিউটারাইজড।

পৌরসভার পানির বিল, পৌরকর আদায়ের বিল, পৌর মার্কেটের মাসিক ভাড়া আদায়ের বিল এবং ট্রেড লাইসেন্স বিল কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পৌর সচিবের সাথে সকল আদায় শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে আদায়ের সার্বিক অগ্রগতি আলোচনা করা হয়।

অনাদায়ী বিল আদায়ের ব্যাপারে মাইকিং, নোটিশ পাঠানোসহ মেয়রের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও চা দাওয়াতের মাধ্যমে পৌরকর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যে কারণে রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভার সকল লেনদেন ব্যাংকের পে-অর্ডারের মাধ্যমে করা হয়। হিসাব শাখার সকল আয় ব্যয় ডবল এন্ট্রি সিস্টেমের মাধ্যমে পোস্টিং দেয়া হয় এবং প্রতি মাসে ইউজিআইআইপি-২, পিএমও অফিসে প্রেরণ করা হয়। পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের লেনদেনও এটিএম কার্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা, সঠিক নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মাধ্যমে পৌরসভার বাৎসরিক রাজস্ব আয় প্রতি বছর তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমাগত স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে টাউন হল ও কদমতলা সুপারমার্কেট নির্মাণ কাজ চলছে। ইউজিআইআইপি-২ এর সহায়তায় নতুন বাজার সুপারমার্কেট এর নীচতলা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। পিপিপি এর মাধ্যমে দ্বিতীয় তলার কাজ চলমান রয়েছে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শহর বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইউজিআইআইপি-২ থেকে প্রদত্ত ৬০টি ভ্যানগাড়ির মাধ্যমে ময়লা আবর্জনা নিয়মিত নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলা হয়। ৭টি গার্বেজ ট্রাকের মাধ্যমে প্রতিদিন দুবার ময়লা আবর্জনাগুলো পৌরসভার ৪র্থ পাতায়

২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন এর মাস্টারপ্ল্যান তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে।

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, গৃহায়ন, বাণিজ্য, পয়ঃব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন, বর্জ্যব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, চিত্তবিনোদন ও অন্যান্য অবকাঠামো সম্পর্কিত ২০ বছর মেয়াদী এ মহাপরিকল্পনা পরিকল্পিত উন্নয়নের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। জনগণের অংশগ্রহণ, মেধা-শ্রম ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত এ মহাপরিকল্পনা আধুনিক ও অংশীদারীত্বমূলক নগর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সমাপ্তকৃত এসকল মহাপরিকল্পনাসমূহ বর্তমানে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

মাগুরা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, নড়াইল, মাদারীপুর, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলাশহর পৌরসভা এবং রংপুর ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এর মহাপরিকল্পনা তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■

"মহাপরিকল্পনাসমূহের যথাযথ ও সার্থক বাস্তবায়নে শুরু হচ্ছে সকল মহাপরিকল্পনা বাংলায় ভাষান্তরের কাজ"

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' ও 'জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের আওতাধীন মোট ২৩৯টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা বর্তমানে গণশুনানী ও পরবর্তীতে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। শহরগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলতে এসকল মহাপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী। এ প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে ইতোপূর্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতাভুক্ত সকল এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনার অনুমোদন ও গেজেট নোটিফিকেশনের ক্ষমতা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ৬০টি পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে বর্তমানে সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে ও ১টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ১২৫টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা গণশুনানী সম্পন্নের পর বর্তমানে পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ৫৩টি পৌরসভার খসড়া মহাপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত দিনে অন্যান্য মহাপরিকল্পনার ভাষা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যবহার উপযোগিতা, কারিগরি বিষয়ে চর্চার অভাব প্রভৃতি কারণে ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন করা হচ্ছে। এসকল মহাপরিকল্পনা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক। বিষয়টির গুরুত্ব সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরার কারণে এলজিইডি'র আওতায় প্রণীত সকল মহাপরিকল্পনা বাংলায় ভাষান্তর করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সকল মহাপরিকল্পনা বাংলায় ভাষান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মহাপরিকল্পনাসমূহ বাংলায় ভাষান্তর করা সম্পন্ন হলে তৃণমূল পর্যায়ে এ সম্পর্কে ধারণা তৈরীসহ মহাপরিকল্পনার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন বহুলাংশে সহজতর হবে। ■

স্বনির্ভরতার পথে চাঁদপুর পৌরসভা

৩য় পাতার পর

ডাম্পিং স্টেশনে স্থানান্তর করা হয়। ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে গঠিত জেন্ডার কমিটির মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ তদারকি করা হয়।

পৌর বাস টার্মিনাল ও নদী তীরবর্তী বড় স্টেশনের বিনোদনমূলক এলাকা জেন্ডার কমিটির মাধ্যমে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক বসার বেঞ্চ ও টয়লেটসহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরী করা হয়েছে।

নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন ও যানজট নিরসনের জন্য প্রতিনিয়ত অবৈধস্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। শহরের মধ্যদিয়ে বয়ে চলা এসবি খাল অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধার করে সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে, নগর সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন গঠন করার কারণে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পৌরবাসী এখন আধুনিক নগরে বসবাসের সুযোগ লাভ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার, গার্বেজ ট্রাক, ডাবল কেবিন পিক-আপ গাড়ি, মোটর সাইকেল, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য ভ্যানগাড়ি, রোডরোলারসহ বহু যন্ত্রপাতি পৌরসভার সেবামূলক কাজকে তরান্বিত করতে সহায়তা করেছে।

প্রকল্প শুরুর পূর্বে হোল্ডিং ট্যাক্স ও নন ট্যাক্স মিলিয়ে মাত্র ৪.৫ কোটি টাকা বাৎসরিক আয় ও প্রায় ২১কোটি টাকা দেনা নিয়ে চাঁদপুর পৌরসভা যাত্রা শুরু করলেও পৌর মেয়র, পৌর পরিষদ ও টিএলসিসি সদস্য/সদস্যাদের সমন্বিত উদ্যোগে গত অর্থবছরে ২১ কোটি টাকা নিজস্ব অর্থ আয় হয়েছে ও এ বছর ২৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাকী দায় দেনা মিটিয়ে ও সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতাসহ অন্যান্য ব্যয় নিস্পন্ন করার পরেও ৯-১০কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে, যা দিয়ে অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ করা যাচ্ছে। চাঁদপুর পৌরসভা বর্তমানে নিজস্ব আয় বাড়িয়ে ও দায় দেনা শোধ করে আর্থিকভাবে ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি স্বাবলম্বী পৌরসভা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির ফলে নাগরিকদের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে, পৌরসেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। মেয়রের উদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পৌরবাসীর সচেতনতার কারণে আজ চাঁদপুর পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগে এ উন্নীত হয়েছে, যা দেশের যে কোন পৌরসভার স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ■

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় ই-জিপি প্রশিক্ষণ শুরু

বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সেবা প্রদানের দিকে। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সরকারের আগ্রহের ফলে নাগরিক সেবা প্রদানে বেশ কিছুক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির সেবা প্রক্রিয়াও চালু হয়েছে। সফলতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে আশানুরূপ। বর্তমানে ডিজিটাল মাধ্যমেই জনগণ উল্লেখযোগ্য কিছু সেবা ভোগ করতে শুরু করেছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরও এগিয়ে চলেছে ডিজিটাল সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত করণের জন্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ই-জিপি প্রবর্তন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ইতোমধ্যে পল্লী সেক্টর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের দরপত্র জেলা/উপজেলা পর্যায় থেকে ই-জিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে। এলজিইডির নগর সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ক্রয় কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট/অফিস এর মাধ্যমে ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারা ও পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ৫৪ ধারা অনুযায়ী সুশাসনের লক্ষ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ৬ষ্ঠ পাতায়

গত ১৪ আগস্ট ২০১৪, ইউজিআইআইপি-২ এর বিএমই টিমের উদ্যোগে প্রকল্পের সুফল পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

ইউজিআইআইপি-২ এর সুফল পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন শীর্ষক কর্মশালা সম্পন্ন

গত ১৪ আগস্ট ২০১৪, ইউজিআইআইপি-২ এর বিএমই টিমের উদ্যোগে এলজিইডি প্রধান কার্যলয়ের আরডিইসি ভবনে ফরমুলেশন অফ প্রজেক্ট বেনেফিট মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন (পিবিএমই) রিপোর্ট শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

পৌরসভায় সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সুবিধাভোগীদের মতামত, বিভিন্ন কমিটি বা সংগঠনের কার্যক্রম ও ফলাফল মূল্যায়নের নিমিত্তে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌরসভার মাঠ পর্যায়ের কমিউনিটি ফিল্ড ওয়ার্কারদের নিয়ে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও কর্মশালায় বিএমই টিমের পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

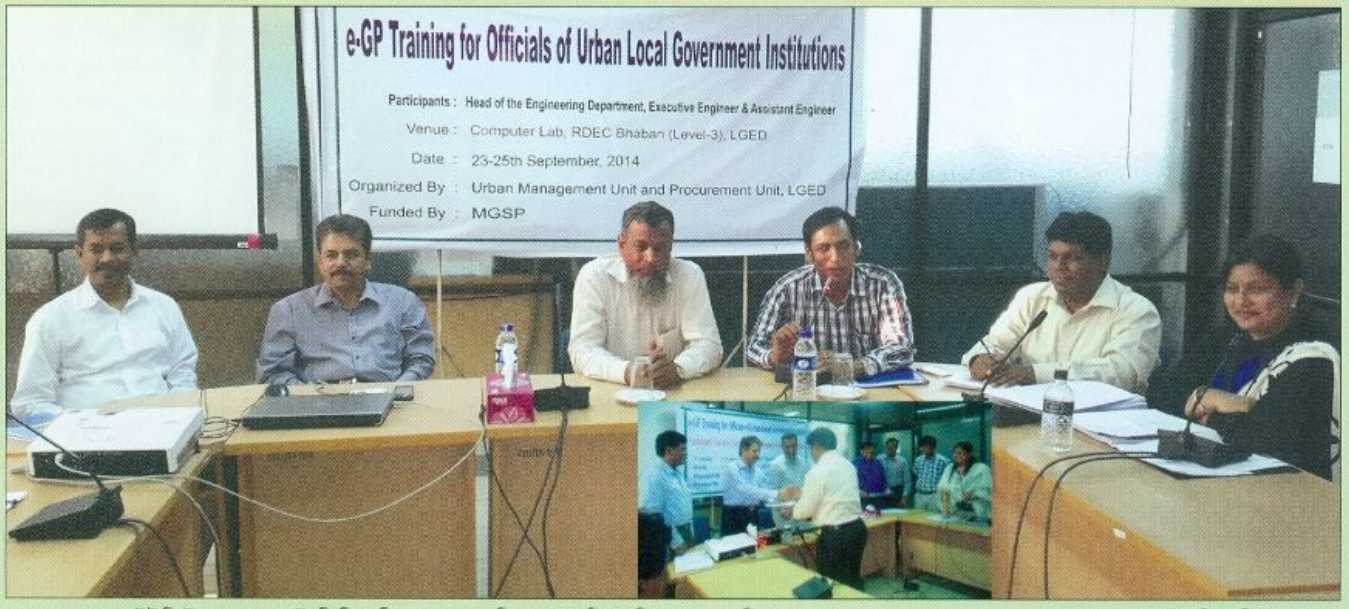

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় ই-জিপি প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন এমজিএসপি'র প্রকল্প পরিচালক জনাব শেখ মুজাক্কা জাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মহসীন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোঃ নূরুল্লাহ্ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা, প্রকল্প পরিচালক, সিজিপি, উপ-প্রকল্প পরিচালক, এমজিএসপি, এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এমজিএসপি, এলজিইডি। ইনসেটে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ করছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা)।

সিআরডিপি'র আয়োজনে সেফগার্ডস এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২১ আগস্ট, ২০১৪ যশোর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা এর সহায়তাপুষ্ট নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় সেফগার্ডস এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্পভুক্ত যশোর, ঝিকরগাছা, নওয়াপাড়া, মোংলাপোর্ট পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার,কার্যসহকারী এবং সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মারুফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় সেফগার্ডস এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল, যশোর পৌরসভায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মঞ্চে উপবিষ্ট মেয়র, যশোর পৌরসভা, উপ- প্রকল্প পরিচালক, নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের উপ - প্রকল্প পরিচালক জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোরসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মানিকগঞ্জ পৌরসভায় একই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ রমজান আলী প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মানিকগঞ্জ, সিংগাইর, কালিয়াকৈর, ও সাভার পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার, কার্যসহকারী, এবং সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারগণ অংশগ্রহণ করেন। ■

সিআরডিপি'র আওতায় নগর কেন্দ্রের ড্রাফট কনসেপ্ট প্ল্যান এর ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ নারায়ণগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এবং গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ গাজীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা'র সহায়তাপুষ্ট নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় নগর কেন্দ্রের (আরবান সেন্টার) ড্রাফট কনসেপ্ট প্ল্যান এর ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার এলজিইডি ও ডিপিএইচই এর সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীগণ অংশগ্রহণ করেন। ■

ই-জিপি প্রশিক্ষণ

৫ম পৃষ্ঠার পর

এলজিইডি সর্বদা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক এলজিইডির প্রকল্পভুক্ত সকল নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পি আই ইউ/পিআইও এ জিওবি ইউজার গণের ই-জিপি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই প্রথমবার বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট এমজিএসপি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৯টি পৌরসভার ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে গত ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে তিনদিন ব্যাপী ই-জিপি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এমজিএসপির অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা, সিজিপিভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, নবিদেবভুক্ত পৌরসভাসহ অন্যান্য প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান শুধুমাত্র প্রকল্পের কাজেই নয়, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার অন্যান্য ক্রয় সংক্রান্ত কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■

নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় রংপুর জেলায় ইউজিআইএপি ফেজ-১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবহিত করণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, রংপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ইউজিআইএপি ফেজ-১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা রায়, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর অঞ্চল। জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (নগর ব্যবস্থাপনা) এলজিইডি, ঢাকা, এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব এ,এন,এম, এনায়েতউল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, নবিদেপ, এলজিইডি, ঢাকা, জনাব হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর, এবং মিঃ কার্ল হ্যান্স ইয়োরেস, টিম লিডার, ডিএসএম কনসালটেন্ট, নবিদেপ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে অবহিতকরণ সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ সঠিকভাবে ধারণ করে সফল

গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় রংপুর জেলায় ইউজিআইএপি ফেজ-১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবহিতকরণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ।

বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রকল্প পরিচালক, নবিদেপ তাঁর বক্তব্যে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে পৌরসভাকে একটি শক্তিশালী, টেকসই, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইউজিআইএপি ফেজ-১ এর কার্যক্রমসমূহ সফল বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভার সভাপতি অবহিতকরণ সভার সাফল্য কামনা করে উল্লেখ করেন যে, এটি একটি পারফরমেন্স বেইজড প্রকল্প। প্রথম পর্যায়ের ইউজিআইএপি বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া। সে কারণে অধিকতর নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য এবং প্রয়োজনে আঞ্চলিক আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের সহায়তা নেবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

অবহিতকরণ সভায় অন্যান্যের রংপুর অঞ্চলের আওতাধীন নবিদেপভুক্ত ১০টি পৌরসভার মেয়র, সহকারী প্রকৌশলী ও সচিববৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ■

পর্যটন শহর খাগড়াছড়িকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌর উদ্যোগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ডাস্টবিন।

খাগড়াছড়ি, এক পরিচ্ছন্ন শহর

নয়নাভিরাম পাহাড়ী শহর খাগড়াছড়ির সৌন্দর্য যে কোন পর্যটককে এমনিতেই আকর্ষণ করে। যে কারণে এ শহরে পর্যটকদের ভীড় বছরের সব সময়েই লেগে থাকে। কিন্তু পৌরবাসী ও পর্যটকদের যত্রতত্র ফেলা নোংরা আবর্জনায় একদিকে যেমন এই আকর্ষণীয় শহরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যহত হয়, তেমনি বিঘ্নিত হয় দূষণমুক্ত পরিবেশ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে পৌর মেয়র শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি ভ্রাম্যমাণ ডাস্টবিন স্থাপনের উদ্যোগসহ শহরের রাস্তা ও ড্রেনসমূহ নিয়মিত পরিস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত এ পৌরসভা নিজস্ব অর্থায়নে শহরের পর্যটন ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ভ্রাম্যমাণ ডাস্টবিন ও আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট ঝুড়ি স্থাপনের ফলে পৌরবাসী ও পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর কেউ সচরাচর যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে না। একসময়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট, ছেঁড়া কাগজ কিংবা পানীয়ের ক্যান ইদানিং খুব একটা দেখা যায় না। সড়কগুলো নিয়ম মাফিক পরিস্কার করা হয়। তাছাড়া ড্রেনগুলোও নিয়মিত পরিস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পৌর এলাকার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির সবুজের মাঝে গড়ে ওঠা ছিমছাম এই পাহাড়ী শহর খাগড়াছড়ি এখন পৃথিবীর যে কোন উন্নত শহরের রূপ লাভ করতে শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প, পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত এ ধরণের উদ্যোগকে উৎসাহিত করণের মধ্যদিয়ে নাগরিক সচেতনতাবৃদ্ধিতে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। ■

কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে মেয়র কাপ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট ২০১৪ এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন

পৌর কর পরিশোধ করুন, অপরকে কর দানে উৎসাহিত করুন

কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে মেয়র কাপ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টের আয়োজন

কুষ্টিয়া ও এর আশেপাশের অঞ্চলের খেলাধুলার প্রসারে মেয়র কাপ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট ২০১৪ এর আয়োজন করে কুষ্টিয়া পৌরসভা। গত ১ জুন এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন। চারদিনব্যাপী কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও নারী বিভাগে ৪টি করে দল অংশগ্রহণ করে। এতে পুরুষ বিভাগে মনামী বিল্ডার্স এবং নারী বিভাগে জিএসএম ইন্টারন্যাশনাল চাম্পিয়ন হয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া পৌরসভা নিয়মিতভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। গত ৪ জুন এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ আয়োজন সমাপ্ত হয়। ■

গত ২৭ আগস্ট ২০১৪ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সম্মেলন কক্ষে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-৩ এর এক ঋণচুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডি সচিব জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ কাজুহিকো হিগুচি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময়ে এলজিইডি, ইআরডি ও এডিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে বড় শহরগুলোয় নগরকেন্দ্রিকতার চাপ কমাতে বসবাসযোগ্য জেলা শহর উন্নয়ন প্রয়োজন - চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এডিবি কান্ট্রি ডিরেকটর

বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর জনসংখ্যার চাপ কমাতে প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনায় গুণগতমানসম্মত অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে বাসযোগ্য জেলা শহর উন্নয়ন- গত ২৭ আগস্ট ২০১৪, ইআরডি সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ সরকার এর সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক ঋণচুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এডিবি কান্ট্রি ডিরেকটর এ কথা বলেন।

এডিবির ১২৫ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা) এ ঋণ সহায়তা, দেশের প্রধান শহরসমূহে নগরমুখিতার চাপ কমাতে এবং পৌরসভার পরিচালন ও সেবার উন্নয়ন ঘটিয়ে অধিকতর বাসযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, সঠিক পরিকল্পনা, পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং অন্যান্য সেবা উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল টাউন সৃষ্টির এই লক্ষ্যে পৌঁছতে এডিবি সহায়তা করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডি সচিব জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ কাজুহিকো হিগুচি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ইউজিআইআইপি-১ ও ২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে পৌরবাসীর চাহিদা মাফিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ৩০টি পৌরসভার ২.২ মিলিয়ন (২২ লক্ষ) নাগরিকের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের তিনটি অংগ যথাক্রমে, পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা প্রদান কার্যক্রম, জেন্ডার ও পরিবেশ বান্ধব হিসেবে রূপান্তর করা, নাগরিক সেবা প্রদান, পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতর করা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রবর্তণ করা।

এ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাস্তা, ড্রেন, পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পৌর সুবিধাদি ও বস্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া সুশাসন ও দক্ষতাবৃদ্ধিতে, নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ, নগর পরিকল্পনা, সমতা (ইক্যুয়িটি) এবং অন্তর্ভুক্তি (ইনক্লুসিভনেস) (নারী এবং নগর দারিদ্র্য), স্থানীয় সম্পদ বর্ধিতকরণ/সমাবেশিকরণ (মবিলাইজেশন), আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা, স্থায়িত্বশীলতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বিষয়ে কাজ করা করা হবে।

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রারম্ভিক কর্মশালার মধ্য দিয়ে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খানসহ এলজিইডি, ইআরডি এবং এডিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

নগর সেক্টরের আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহের পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আরডিইসি ভবনে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত নগর সেক্টরের আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহের পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মহসীন এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা)। একই সাথে তিনি নগর সেক্টরের ধারাবাহিক কার্যক্রমসমূহের বিষয়াদি উপস্থাপনা করেন।

পরবর্তীতে কারিগরী অধিবেশনে ইউজিআইএপি কার্যক্রমের উপস্থাপনা করেন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক, ইউজিআইআইপি-২ এবং পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে উপস্থাপনা করেন জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা)। সভায় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রগতি, সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং আশু সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এর সঞ্চালনায় সভায় এলজিইডির সদর দপ্তর ও বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও উপ-পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৫৮১৫২০৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত